চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে হামলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে : শেখ হাসিনা

অব্যাহত বোমা হামলা ও জঙ্গিবাদের ব্যাপক উত্থানের জন্য বিএনপি-জামাত জোট সরকারকে দায়ী করে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এই বোমা হামলা বন্ধ ও জঙ্গিবাদের উত্থান নির্মূল করা কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এই সরকার তা না করে বোমাবাজ ও জঙ্গিবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় থেকে এরা গণতন্ত্র, দেশ, সংবিধান, আইনের শাসন ও শান্তিকামী জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যার ফলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ হুমকির মুখে। এরা মূলত সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বোমা হামলা চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় জঙ্গিবাদী বোমাবাজদের নির্মূলে ও ক্ষমতালিপ্সু, সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ এ সরকারকে হটাতে দেশের সব শ্রেণী পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে বোমা হামলার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কর্মসূচি ঘোষণাকালে গতকাল মঙ্গলবার সুধা সদনে তাৎক্ষণিক এক প্রেস ব্রিফিঙে কথাগুলো বলেন শেখ হাসিনা। এ সময় তার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক এমপি, তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, ওবায়দুল কাদের, আবদুল মান্নান, আকতারুজ্জামান, আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন, এডভোকেট রহমত আলী এমপি, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, এনামুল হক শামীম, ইসহাক আলী খান পান্না, অজয় কর খোকন, খালেদ মাহমুদ চৌধুরী, জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু, সৈয়দ জাফর সাজ্জাদ, শিরিন আখতার, ওয়ার্কার্স পার্টি নেতা রাশেদ খান মেনন, গণতন্ত্রী পার্টি নেতা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, গণফোরাম নেতা সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, মফিজুল ইসলাম খান কামাল, গণ আজাদী লীগ নেতা হাজী আবদুস সামাদ, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি নেতা জাকির হোসেন প্রমুখ সুধা সদনে উপস্থিত ছিলেন।

জোট সরকার সন্ত্রাসের দানব সৃষ্টি করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বিচার বিভাগে একের পর এক বোমা হামলা ঘটছে। অথচ সরকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। এর ফলে প্রমাণিত হয় যে তারা ইচ্ছা করেই বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার এই জঙ্গিবাদী বোমাবাজদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে, মাঠে নামিয়ে ব্যবহার করছে। তাই একের পর এক যেসব ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে এই বোমাবাজরা তার দায়-দায়িত্ব কোনোভাবে অস্বীকার করতে পারবে না সরকার।

১৭ আগস্টে দেশব্যাপী বোমা হামলা ও বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বোমা হামলার প্রসঙ্গ তুলে শেখ হাসিনা বলেন, ১৭ আগস্টসহ অন্যান্য বোমা হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে এবং গডফাদারদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিলে আজ এ ঘটনা ঘটতো না। অথচ সরকার তা না করে বিরোধী দলীয় মহাসমাবেশ বানচালের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিনা কারণে অত্যাচার নির্যাতন করছে।

জঙ্গি সন্ত্রাসী বাংলাভাইয়ের প্রধান সহযোগী মাহতাব খামারুকে র‍্যাব কর্তৃক গ্রেপ্তার ও পরে ছেড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে শেখ হাসিনা বলেন, খামারুকে র‍্যাব ধরে আবার ছেড়ে দিলো। অথচ র‍্যাব যে কাউকে ধরলেই ক্রসফায়ারে দেয়। খামারুকে কেন ছেড়ে দেওয়া হলো সে প্রশ্ন আজ জনগণের। তিনি বলেন, হাওয়া ভবনের নির্দেশে খামার"কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিএনপি প্রতিবাদকারীর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয় উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপির একজন এমপি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কথা বলায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলো। অথচ যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ওই এমপি কথা বললেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলো না। এটাই বিএনপির বাস্তবতা।

তিনি বলেন, বিরোধী দলের কর্মসূচি, মসজিদ, মন্দির, মাজার, সিনেমা হল, বিদেশী কূটনীতিক, আদালত সব ক্ষেত্রেই একের পর এক বোমা হামলা হচ্ছে। অথচ গডফাদাররা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে শেখ হাসিনা বলেন, যে মুফতি হান্নান কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে রেখেছিল সেই সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য যে মন্ত্রী চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি এখনো মন্ত্রী রয়েছেন। উদীচীর বোমা হামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি এখনো সরকারের মন্ত্রী। অথচ সরকার কোনো ঘটনা ঘটলেই তদন্তের কথা বলে। কিন্তু জনগণ, বিচারক, আইনজীবী বা আদালতের নিরাপত্তার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।

সরকারের গ্রিন সিগন্যাল পেয়েই জঙ্গিবাদীরা আবার মাঠে নেমেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, সার্ক সম্মেলন চলাকালে সরকার এদের ঠেকিয়েছে। সার্ক সম্মেলনের আগে চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মীপুরে এবং সম্মেলন শেষে ঝালকাঠীতে বোমা হামলার ঘটনা ঘটলেও সার্ক সম্মেলন চলাকালে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। তার মানে সরকারের সঙ্গে জঙ্গিদের যোগসাজশ রয়েছে। তিনি সার্ক সম্মেলনের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, সরকার ইচ্ছা করলেই যে বোমা হামলা বন্ধ করতে পারে সার্ক সম্মেলন তার প্রমাণ।

এর আগে ১৪ দলের শীর্ষ নেতারা ঢাকাসহ সারা দেশে পূর্বঘোষিত আজ বুধবারের জেলা সমাবেশ ও অবরোধ কর্মসূচি সফল করার জন্য বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বৈঠকে বসেছিলেন গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে। বৈঠক থেকে গাজীপুর ও চট্টগ্রামে বোমা হামলার জন্য নিন্দা এবং এজন্য সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। এখান থেকে ১৪ দলের নেতারা গাজীপুরের বোমা হামলায় আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে যান। সেখান থেকে নেতৃবৃন্দ সুধা সদনে গিয়ে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে নতুন কর্মসূচি চূড়ান্ত করে ১৪ দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনা প্রেস ব্রিফিং করেন।

চট্টগ্রাম ও গাজীপুরের আদালত চত্বরে হামলায় নিহত ৯, আহত ৭০ : অনেকের হাত-পা উড়ে গেছে

আত্মঘাতী জঙ্গি বোমায় আক্রান্ত দেশ

আবারও বোমায় আক্রান্ত হলো বাংলাদেশ। এবার আত্মঘাতী জঙ্গিরা নিজেদের গায়ে বোমা বেঁধে গাজীপুর ও চট্টগ্রামে আদালত চত্বরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। পৌনে এক ঘণ্টার ব্যবধানে গতকাল মঙ্গলবার সকালে প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরে গাজীপুরে ইসলামি জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) আত্মঘাতী সদস্যরা বোমা হামলা চালায়। এতে সন্দেহভাজন দুই জঙ্গিসহ নিহত হয়েছেন নয়জন। আহত হয়েছেন আরো ৭০ জনের মতো। এদের অনেকের হাত-পা উড়ে গেছে, শরীর ঝলসে-পুড়ে গেছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চট্টগ্রামে এ রকম আহত একজন টাঙ্গাইলের সখীপুরের নলুয়া গ্রামের মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে হোসেন মাহমুদ জেএমবির আত্মঘাতী সদস্য আছে বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

ঝালকাঠিতে ১৪ নভেম্বর বোমা ছুড়ে দুই বিচারককে হত্যার দুই সপ্তাহের মধ্যে গতকালের বোমা হামলার ঘটনা ঘটল। এর আগে গত কয়েক দিন ধরে দেশের প্রশাসন, বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে আসছিল জেএমবির জঙ্গিরা। সেই হুমকি শেষ পর্যন্ত বিভীষিকা হয়ে দেখা দিল গাজীপুর ও চট্টগ্রামের আদালত প্রাঙ্গণে। কেঁপে উঠল সারা দেশ। জঙ্গিদের অব্যাহত হুমকি সত্ত্বেও নিরাপত্তা দিতে সরকারের ব্যর্থতার ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে বিচার অঙ্গন।

MvRxc‡i wbnZ cvP: জেলা সদরে গতকাল সকাল পৌনে ১০টায় জেলা আইনজীবী সমিতির হলরুমে আইনজীবীরা যখন আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে সাতজন নিহত ও অর্ধশতাধিক আহত হন।

নিহতরা হলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন (৫০), অ্যাডভোকেট গোলাম ফারুক (৪০), গাছা ইউনিয়নের সাবেক সদস্য আবদুল বাছির (৬৫), বিমানবাহিনীর সাবেক ওয়ারেন্ট অফিসার আবদুর রব (৬০), শহরের মারিয়ালি এলাকার হালিমা খাতুন (৩৫), বগুড়ার অধিবাসী বলে দাবি করা মসিউর ওরফে মাহাবুব ও ২৫ বছর বয়সী অজ্ঞাত এক ব্যক্তি। শেষের দুজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আমজাদ হোসেন, গোলাম ফারুক, হালিমা খাতুন ও মসিউর মারা যান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বাকি তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান।

আহতদের মধ্যে একজন বোমা হামলাকারী রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মসিউর ওরফে মাহাবুব নামে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তির পর পালানোর চেষ্টা করে। হাত থেকে স্যালাইন খুলে ফেলার চেষ্টা করে সে নিজেকে আত্মঘাতী দলের সদস্য বলে পুলিশকে জানায়। মসিউর নিজেকে বগুড়ার অধিবাসী বলে পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে শহীদ হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বোমা বিস্ফোরণের কিছু আগে আইনজীবীদের পোশাক পরে হামলাকারী হলরুমে আসে। উপস্থিত আইনজীবীরা প্রথমে তাকে অন্য আদালতের আইনজীবী বলে মনে করেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পেছনে ২০০ গজের মধ্যে এ কক্ষে তখন প্রায় অর্ধশত আইনজীবীসহ ৮০-৮৫ জন উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবীরা এ সময় আদালতে যাওয়ার জন্য নিজ-নিজ মামলার কাগজপত্র তৈরি করেছিলেন। কেউ কথা বলছিলেন মোয়াক্কেলের সঙ্গে। আইনজীবীর পোশাকধারী ওই অপরিচিতকে কেউ কোনো প্রশ্ন করেননি। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

ঘটনাস্থলের পাশের কক্ষে অবস্থান করা আইনজীবী আবুল হাশেম মোড়ল জানান, আকস্মিক প্রচণ্ড বোমার শব্দ শুনে দৌড়ে নিচে নেমে দেখি, আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী আচ্ছন্ন করে রেখেছে আইনজীবী সমিতির ২ নম্বর কক্ষটিকে। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লোকজন সব প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। এর মিনিট দশেকের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসে পানি ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে। তখন আশপাশের লোকজনও উদ্ধার কাজে অংশ নেন।

কিন্তু ততক্ষণে আইনজীবী সমিতির কক্ষটি পুরো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কক্ষের একাংশের দেয়ালের আস্তর খসে পড়েছে। চেয়ার-টেবিল ভেঙেচুরে কিছু বাইরে চলে গেছে, কিছু আগুনে পুড়ে গেছে। কক্ষের তিনটি দরজার সব কটিই বোমার আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বাইরে পড়ে রয়েছে। সবগুলো জানালার কাচ ভেঙে গেছে। এ কাচের আঘাতেও বাইরে থাকা কয়েকজন আহত হয়েছেন। কক্ষের ভেতরে থাকা ছয়টি ফ্যানের সবগুলোই দুমড়ে-মুচড়ে রয়েছে। পোড়া কাপড় আর মাংসপিণ্ড ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কক্ষজুড়ে। রক্তের দাগ আইনজীবী সমিতি থেকে পুরো জেলা প্রশাসন অফিসের নানা স্থানেই দেখা গেছে। বোমার স্প্লিন্টারেই আহত হয়েছেন বেশির ভাগ মানুষ। জিআই তার এবং ছোট-ছোট লোহার কাঠি দিয়ে বোমার স্প্লিন্টার বানানো হয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে দ্রুতই লোকজন উদ্ধারকাজ শুরু করে। ততক্ষণে পুলিশ, র‌্যাব আর আর্মড পুলিশ ঘিরে ফেলেছে ঘটনাস্থল। শত শত উদ্বিগ্ন মানুষ ছোটেন ঘটনাস্থলের দিকে। পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক।

PÆMv‡g `Rb wbnZ: চট্টগ্রাম আদালত ভবনের প্রবেশমুখে গতকাল সকাল ৯টার দিকে আত্মঘাতী বোমা হামলায় দুজন নিহত ও ১৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন পুলিশ কনস্টেবল রাজীব বড়ুয়া ও সীতাকুণ্ডের বাসিন্দা শাহাবুদ্দীন। আহতের মধ্যে ১৩ জন পুলিশ, একজন আত্মঘাতী জঙ্গি ও চারজন বিচারপ্রার্থী রয়েছেন। বোমা বিস্ফোরণের স্থানে হাতে লেখা জেএমবির একটি প্রচারপত্র পাওয়া গেছে, যাতে আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য পুলিশকে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়। ঘটনার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের বিচারকরা বৈঠক করে গতকাল এজলাস বর্জন করেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টা নাগাদ পুলিশলাইন থেকে আসা প্রায় ২০ সদস্যের পুলিশ দলটি যখন গাড়ি থেকে নেমে বিভিন্ন পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ার আগে ব্রিফিং নিচ্ছিলেন, এ সময় আত্মঘাতী বোমা বহনকারী যুবকটি পুলিশের বাধা পেরিয়ে মূল আদালত ভবনে যেতে চাইলে একজন পুলিশ তাকে আটকায়। তখনই সে বোতাম টিপে বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বোমাটি ওই যুবকের হাঁটুর নিচে বাঁধা থাকলেও সুইচ ছিল কোমর বরাবর। এ কারণে পুলিশের বাধা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কোমরে হাত নিয়ে বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

আদালত ও বিচারকদের ওপর জেএমবির অব্যাহত বোমা হামলার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রাম আদালত ভবনের প্রবেশপথের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পুলিশের ১৩ সদস্য হলেন এসআই মাহফুজ, হাবিলদার মোহাম্মদ ইছা (নম্বর-২৪৩৭), কনস্টেবল শামসুল কবির (৩৮২৩), কনস্টেবল সানি দাশ (১৯২৯), কনস্টেবল আবদুল মজিদ (১৫৬০), কনস্টেবল প্রেমাতোষ (৪২১৮), নায়েক রায়হান (৪০৪৯), কনস্টেবল শ্রীমান (৩১০৭), কনস্টেবল লুৎফর রহমান (৫৫), কনস্টেবল লিটন (৪২৪৮), কনস্টেবল সাইফুল (৪১৩৫), নায়েক শাহ জালাল (৫৫৫) এবং কনস্টেবল রফিকুল ইসলাম (৩৪০২)।

ঘটনাস্থলে বোমা ফাটার পর হতাহতদের পা, নাড়িভুঁড়ি, মাংস পিণ্ড ও ছোপ ছোপ রক্ত চারদিকে ছিটকে পড়ে। হতভাগ্য একজনের ডান পা উড়ে গিয়ে পড়ে আনুমানিক ৪০ গজ দূরে মনি ফটোস্ট্যাট দোকানের শাটারের ওপরে। অন্যজনের একখণ্ড বুকের পাঁজর অন্তত ৩০ ফুট ওপরে কড়ই গাছের ডালে ঝুলতে থাকে।

এ ছাড়া কর্তব্যরত পুলিশ সদস্য হাবিলদার ইছা, কনস্টেবল লুৎফর ও কনস্টেবল বিকাশের নেমপ্লেট, পুলিশের দুই জোড়া বুট জুতা ও একটি মনোগ্রাম এবং ইউনিফরমের টুকরো কাপড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায় ঘটনাস্থলে। বিস্ফোরণের কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ চারদিকে ফিতা ও টেবিলের বেষ্টনী দিয়ে লোকজনের চলাচল বন্ধ করে দেয়।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ৩০, ২০০৫

১৪ দলসহ বিভিন্ন দলের সমর্থন

কাল দেশব্যাপী হরতাল আজ কালো ব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা উত্তোলন

চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে আদালত অঙ্গনে উগ্র ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী জেএমবির আত্মঘাতী বোমা হামলায় আইনজীবী, পুলিশ ও বিচারপ্রার্থীদের হত্যার প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি আগামীকাল বৃহস্পতিবার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে। আইনজীবীদের এই হরতালে আওয়ামী লীগ, ১১ দল, জাসদ ও ন্যাপসহ ১৪ দল সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে পৌঁছামাত্রই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আইনজীবীরা। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে সমিতির নেতারা ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হাইকোর্টের প্রতিটি বেঞ্চে গিয়ে বিচারকাজ স্থগিত রাখার আবেদন জানানো হয়। আইনজীবীদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় একঘণ্টা বিচারকাজ চলার পর বেশিরভাগ বিচারপতি বেঞ্চ ত্যাগ করেন। বেলা সোয়া ১১টা থেকে আইনজীবীদের প্রতিবাদ সভা শুরু হয় দক্ষিণ হলে।

বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা এই প্রতিবাদ সভা থেকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ ছাড়া আজ বুধবার প্রতিটি আইনজীবী সমিতি ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, আইনজীবীদের কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলন করে সমিতির সভাপতি মাহবুবে আলম কর্মসূচি আবার পুনাংলেখ করেন। আইনজীবীদের এই হরতাল কর্মসূচির প্রতি ১৪ দলসহ বিভিন্ন সংগঠন সমর্থন জানিয়েছে।

এদিকে চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে পুলিশ, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থী হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠন তীব্র নিন্দা জানিয়ে মিছিল-সমাবেশ করেছে। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার শফিক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জাহিদুল বারী এক বিবৃতিতে জঙ্গি মৌলবাদীদের বোমা হামলার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান। তারা আগামীকালের হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ব্যারিস্টার শফিক আহমদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গতকাল গাজীপুরের বোমা হামলাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ ছাড়া বাংলাদেশ আইনজীবী সহকারী সমিতি, ঢাকা মেট্রোপলিটন বার এসোসিয়েশন বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ, নভেম্বর ৩০, ২০০৫

বিচারকাজ বন্ধ, আদালত বর্জন : বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আইনজীবীরা

ঝালকাঠীতে দুই বিচারক হত্যার রেশ কাটতে না কাটতেই গতকাল মঙ্গলবার গাজীপুর ও চট্টগ্রামে আদালত ভবনে উগ্র মৌলবাদী ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী জেএমবির আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে আইনজীবী ও সাধারণ মানুষ হত্যার ঘটনায় সারা দেশের আইনজীবীরা এখন হতবাক, শোকবিক্ষুব্ধ। গতকাল সকালে গাজীপুর ও চট্টগ্রামে আদালত অঙ্গনে বোমা হামলা চালিয়ে আইনজীবী হত্যার সংবাদ সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছামাত্রই সর্বস্তরের আইনজীবীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। আদালত বর্জন করে আইনজীবীরা মাঠে নেমে পড়েন।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মাহবুবে আলমের নেতৃত্বে আইনজীবীদের একটি প্রতিনিধিদল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমীনের সঙ্গে তার চেম্বারে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে

সার্বিক অবস্থা অবগত করেন। আইনজীবীরা বিচার কাজ স্থগিত রাখার জন্য প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানান। পরবর্তী সময়ে আইনজীবীরা হাইকোর্টের প্রতিটি বেঞ্চে গিয়ে বিচারকাজ স্থগিত রাখার জন্য আবেদন জানান। একই সঙ্গে আইনজবিীরাও আদালত বর্জন করেন বেলা ১১টা পর্যন্ত বিচারকাজ চললেও পরবর্তী সময়ে বেশিরভাগ বিচারপতি বেঞ্চ থেকে নেমে পড়েন এবং সারা দিন আর বিচারকাজ হয়নি।

আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে সমিতির দক্ষিণ হলে এক জরুরি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি মাহবুবে আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, এডভোকেট ওজায়ের ফারুক, এডভোকেট আবদুল বাসেত মজুমদার, এডভোকেট আবদুল মতিন খসরু, ড. এম জহির, এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন, এবিএম নুরুল ইসলাম, এম ইনায়েতুর রহিম, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিঞা, সুব্রত চৌধুরী, হুমায়ুন খান প্রমুখ।

আইনজীবী নেতারা তাদের বক্তব্যে একের পর এক বোমা হামলা চালিয়ে আইনজীবী, বিচারক ও সাধারণ মানুষকে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা জঙ্গি মৌলবাদীরা দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিরা এই হত্যালীলা চালাচ্ছে। আইনজীবীরা জঙ্গিদের হোতা জামাত নেতা শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। আইনজীবীরা বলেন, বাংলাভাই, জেএমবি জামাতের সৃষ্টি। জামাতের অঙ্গ সংগঠন। জামাতের সঙ্গে বিএনপির একটি অংশের প্রশ্রয়ের কারণে জঙ্গিরা সারা দেশকে রক্তাক্ত করছে। বক্তারা অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন।

বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ তার বক্তব্যে বলেন, ধর্মের নামে জঙ্গি মৌলবাদীরা যে তাণ্ডব শুরু করেছে তা দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, একদিকে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে আর অন্যদিকে সরকার হত্যাকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে।

বিচারপতিদের হত্যা করার হুমকি দিয়ে চিঠি দেওয়া হয় আর সরকারি দলের নেতা বলেন, এ চিঠি ভুয়া। পুলিশের তদন্তের আগেই হত্যার হুমকি দিয়ে পাঠানো চিঠিকে ভুয়া বলার পেছনে কী রহস্য আছে তা খুঁজে বের করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। ব্যারিস্টার মাহমুদ বিচারক ও আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে বিচারপতিদের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জীবনের নিরাপত্তা না পাওয়া পর্যন্ত বিচারকাজ বন্ধ রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতিকে ফুল কোর্ট মিটিং ডেকে আদালত অঙ্গনের নিরাপত্তার ব্যাপারে আলোচনার দাবি জানান। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলেন, সরকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি অংশ জঙ্গিদের মদদ দিচ্ছে। তিনি বলেন, সারা দেশে বিচারক-আইনজীবী হত্যার পরও প্রধান বিচারপতি নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেননি। অথচ তিনি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, আইজিপিকে ডেকে এনে নিরাপত্তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারতেন।

ব্যারিস্টার আমীর বলেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী থাকলেও এ মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে। প্রধানমন্ত্রী ব্যর্থ হয়েছেন জানমালের নিরাপত্তা দিতে। এই ব্যর্থতার জন্য তাকে পদত্যাগ করতে হবে।

ড. এম জহির বলেন, বিএনপি বাঘের পিঠে উঠেছে। যে মৌলবাদী জঙ্গিদের এতোদিন লালন করেছে আজ তারাই দেশটাকে শেষ করবে। মৌলবাদীদের উৎখাত করতে না পারলে এ দেশ শেষ হয়ে যাবে। তিনি দেশের সুশীল সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিএনপি-আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই জঙ্গিদের মোকাবিলা করতে হবে।

সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেন, রাজশাহীতে বাংলাভাইয়ের সহযোগী খসরুকে ধরেও র‍্যাব ছেড়ে দিয়েছে এবং র‍্যাবের গাড়িতে তাকে বাড়ি পৌঁছানো হয়েছে। তিনি বলেন, র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তারের পর ক্রসফায়ারে মারা হয় কিন্তু বাংলাভাইয়ের সহযোগী খামারু গ্রেপ্তারের পরও তাকে জামাই আদরে বাড়ি পৌঁছে দেয়। এতেই বুঝা যায় বাংলাভাইয়ের পৃষ্ঠপোষক কারা।

সমিতির সভাপতি এডভোকেট মাহবুবে আলম বলেন, জামাত-বিএনপি এ দেশটাকে আফগানিস্তান বানাতে চায়, তালেবান শাসন কায়েম করতে চায়। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া জঙ্গি মৌলবাদীরা এতো শক্তি ও সাহস পায় না। তিনি বলেন, এ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত কোনো আইনজীবী ঘরে ফিরে যাবে না।

প্রতিবাদ সভা শেষে আইনজীবীদের একটি বিশাল মিছিল সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা সেখানে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবাদ সভা থেকে আইনজীবীরা আগামীকাল বৃহস্পতিবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আজ বুধবার দেশের সব আইনজীবী সমিতিতে আইনজীবীদের কালো ব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।

গাজীপুর ও চট্টগ্রামে বোমা হামলায় আইনজীবী, পুলিশ ও বিচারপ্রার্থী হত্যার প্রতিবাদে ঢাকার আদালতপাড়া বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং আইনজীবীরা আদালত বর্জনের কর্মসূচি পালন করেন। কোনো বিচারকাজ পরিচালিত হয়নি। বিচারকদের সংগঠন জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন, ঢাকা আইনজীবী সমিতি ও কোর্ট রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন পৃথক পৃথক সভা করে কর্মসূচি ঘোষণা করে। সকাল থেকে আদালতপাড়ার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

RwWkqvj mwfm G‡mwmw‡qkb : সকাল সাড়ে দশটায় গাজীপুর ও চট্টগ্রামের বোমা হামলার ঘটনায় জুড়িশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন তাৎক্ষণিক ঢাকায় কর্মরত বিচারকদের নিয়ে ঢাকা জেলা জজ সম্মেলন কক্ষে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঘটনার নিন্দা জানান এবং বারবার ঘটনার ব্যর্থতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরন দেওয়ার দাবি জানান। বিচারকদের সভায় গাজীপুর এসপির পদত্যাগ দাবি করা হয়। সম্প্রতি জজ সাহেবদের নিরাপত্তার বিষয়ে গাজীপুর এসপি-এর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার শাস্তি দাবি করা হয়।

XvKv AvBbRxex mwgwZ: বোমা হামলার প্রতিবাদে ঢাকা আইনজীবী সমিতি তাৎক্ষণিক আদালত বর্জন করে এবং প্রতিবাদ মিছিল বের করে। পরে সমিতির সভাপতি আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আজ ও আগামীকাল কালো ব্যাজ ধারণ ও আগামীকাল ১২টা পর্যন্ত আদালত বর্জনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। একই সঙ্গে সকাল ১০টায় মানববন্ধন পালিত হবে। সভায় নিহতের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের সুচিকিৎসার দাবি করা হয়।

†KvU wi‡cvUvm G‡mwmw‡qkb : বোমা হামলার ঘটনায় তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে। আজ সকাল ৯টা থেকে কালো ব্যাজ ধারণ; দুপুর ১২টায় শোকর‌্যালির কর্মসূচি নেওয়া হয়। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে নিহতদের ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ, নভেম্বর ৩০, ২০০৫

গাজীপুরে ড. কামাল ও রোকনউদ্দিন মাহমুদ

সরকারের ভেতরের একটি অংশ জঙ্গিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে

গাজীপুরে আদালতপাড়ায় গতকাল মঙ্গলবার সকালে জেএমবির সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্যদের বোমা হামলার পর বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ ঘটনাস্থল এবং হাসপাতালে আহতদের কাছে ছুটে যান। তারা বর্বরোচিত বোমা হামলার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এ সময় ড. কামাল হোসেন বলেন, জঙ্গিরা সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রের সংবিধান এবং কাঠামোতে আঘাত করছে। বিচারক ও আইন অঙ্গনকে টার্গেট করা হচ্ছে। সরকারের ভেতরের একটি অংশই জঙ্গিদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে। কোনো ঘটনার তদন্ত হচ্ছে না। প্রতিদিনই অনেক মূল্যবান প্রাণের সমাপ্তি ঘটছে। দলীয় সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার উর্ধ্বে উঠে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

ড. কামাল অভিযোগ করেন, জঙ্গিদের ব্যাপারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এটা একটি গণতান্ত্রিক দেশ ধ্বংসেরই নীল নকশা। এগুলোকে প্রশ্রয় দিলে, পৃষ্ঠপোষকতা করলে দেশ রক্ষা করা যাবে না। জঙ্গিদের লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধ্বংস করা। সরকার এই অভিযোগকে গুরুত্ব না দিয়ে উল্টো অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিচ্ছে। এভাবেই জঙ্গিদের সমর্থন করা হচ্ছে।

ড. কামাল বলেন, জঙ্গিরা নেতৃস্থানীয় আইনজীবীদের হত্যা করছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুলিশ প্রাণ হারাচ্ছে।

ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, একটি বিশেষ চক্র বিচারক ও আইন বিভাগকে ধ্বংস করতে সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে মাঠে নেমেছে। এদের হামলায় বিচারক, আইনজীবী ও পুলিশ নিহত হয়েছেন। এভাবে চলতে

দিলে র‍্যাবও নিহত হবে এদের হাতে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। জঙ্গিদের ধরার পর সরকারের বিশেষ মহলের নির্দেশে র‍্যাব ও পুলিশ তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতারা চাপ প্রয়োগ করে র‍্যাব ও পুলিশকে জঙ্গিদের ছেড়ে দিতে বাধ্য করছে।

তিনি বলেন, এখন গোটা দেশবাসীই ঘটনার শিকার। সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে করে বলেন, যে দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নেই সে দেশ কিভাবে চলবে? একজন পুঁচকে লোককে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে। যার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। অভিজ্ঞতা ছাড়া এই যুবক প্রতিমন্ত্রী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কী করবেন?

ব্যারিস্টার রোকন সুশীল সমাজের মাঝ থেকে কাউকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগামী ১ ডিসেম্বর সারা দেশে আইনজীবীরা হরতাল ডেকেছেন। দেশে এখন আর কাজ করার পরিবেশ নেই। ভয়ে কেউই আদালতে আসবেন না। সরকার সারা দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

তিনি বলেন, জঙ্গি তৎপরতায় যেসব রাজনৈতিক দল ও নেতাদের নাম এসেছে তাদেরকে ধরতে হবে। জঙ্গিরা পর্যায়ক্রমে অ্যাকশন তীব্রতর করছে। দেশের মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগকে তারা টার্গেট করে একের পর এক হামলা চালাচ্ছে। মানুষের শেষ ভরসাস্থল ধ্বংসের নীলনকশা করা হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংসই এখন জঙ্গিদের টার্গেট বলে মনে হচ্ছে।

তিনি বলেন, গানম্যান দিয়ে কাউকে রক্ষা করা যাবে না। বোমা হামলা হলে বিচারক এবং গানম্যান দুজনই মারা যাবেন।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ, নভেম্বর ৩০, ২০০৫